যুগান্তর

তারিখ ... 5 FEB 2004 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ......

আরও ১২৮ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশে আরও ১২৮টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালু করতে যাচ্ছে সরকার। বুধবার মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় সংসদে এমপিদের সরাসরি চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে ১১ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে ঘোষণা দেবেন। এর আগে ৮ ফেব্রুয়ারি শেখ হাসিনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে এলে তাকে বিষয়টি অবহিত করা হবে। বর্তমানে সারাদেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭০টিতে ডাবল শিফট চালু রয়েছে। সূত্র জানায়, ওই দুটি স্কুলের মধ্যে একটি অবশ্যই বালিকা বিদ্যালয় হতে হবে। আর ১২৮টি বিদ্যালয়ের নীতি হচ্ছে প্রতি জেলায় দুটি করে স্কুলে এই ডাবল শিফট হবে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবল (শিক্ষক) ও অবকাঠামো রয়েছে কিনা তা সমীক্ষাপূর্বক দ্রুত প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরকে (মাউশি)।

প্রধানমন্ত্রী ১১ ফেব্রুয়ারি সংসদে ঘোষণা দিতে পারেন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর কক্ষে উচ্চপর্যায়ের ওই মিটিংটি প্রায় দু'ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষা সচিব, অতিরিক্ত সচিব একেএম মোজাম্মেল হক খান, যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক) মোয়াযেজুদ্দিন আহমদ এবং মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মাউশি'র ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক প্রফেসর খান হাবিবুর রহমান সারাদেশের সরকারি স্কুলগুলোর বর্তমান চিত্র এবং সংকটের বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেন।

জানা গেছে, সারাদেশে সরকারি স্কুলে আসন সংকট ও মানসম্মত বিদ্যালয় সংকট এবং বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষা ব্যয় অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি এবং সারাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদার দিকটিকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে সরকার এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে নীতিনির্ধারক সূত্রগুলো জানায়। মাউশি'র সূত্র জানায়, এরশাদ আমলের পর থেকে দেশে সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়নি। ওই আমলেই বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলকে সরকারিকরণ করা

শিফট : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

শিফট : বিদ্যালয়ে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হয়েছিল। মাত্র নয় বছরেই সারাদেশের মোট ১৪৭টি স্কুলকে সরকারিকরণ করা হয়। ৯১-এর পর থেকেই নির্বাচিত সরকারগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ বা সরকারিভাবে নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা থেকে বিরত ছিল। বেসরকারিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপক অনুমোদন দেয়া হয়েছিল।

মাউশি'র সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বর্তমানে সারাদেশে ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৭০টি স্কুলে ডাবল শিফট চালু রয়েছে। একটি স্কুলে এক শিফট সচল রাখতে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২৭ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। ডাবল শিফট চালু করতে ওইসব স্কুলে এখনই মোট ৫৩ জন করে শিক্ষক প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু দেশের সরকারি স্কুলগুলোতে এখনই শিক্ষক সংকট ও স্বল্পতা বিরাজ করছে। মাউশি মহাপরিচালক জানান, শিক্ষক শূন্যতার সংখ্যা ৫ শতাধিক হবে। এরশাদের আমলে সরকারিকরণকৃত অধিকাংশ স্কুলগুলোতে শিক্ষক সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০ জন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক সংকটের কারণে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হিমশিম খাচ্ছে মাউশি।